মহাত্মা গান্ধি (১৮৬৮—১৯৪৮)
(Mahatma Gandhi 1868—1948)

মহাত্মা গান্ধি ছিলেন আধুনিক জগতে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন এক ব্যক্তি। পরাধীন ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে গান্ধিজির দান অপরিসীম। তিনি যে শুধুমাত্র সমগ্র জাতিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন তা নয়, ভারতবাসীর নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তাঁর সমস্ত জীবন নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর জীবনের দুটি আদর্শ ছিল—সত্য এবং অহিংসা। তিনি মনে করতেন সত্য এবং অহিংসা ছাড়া কিছুতেই মানবজাতি ও মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা যাবে না। তাঁর স্বপ্নের সমাজ ছিল শ্রেণিহীন, শোষণহীন, অহিংস ও বিকেন্দ্রীকৃত। প্রকৃতপক্ষে গান্ধিজি ছিলেন ব্যাবহারিক বাস্তববাদী।

জীবনদর্শন (Philosophy of Life) ঃ

গান্ধিজি ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন প্রত্যেক মানুষ একই ব্রহ্মের অংশ। তাঁর মতে জীবনের উদ্দেশ্য হল সেই স্রষ্টা পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা। তিনি বলেছেন, আত্মোপলব্ধি হল ভগবানকে উপলব্ধি করার একমাত্র উপায়। তিনি তাঁর এই সকল চিন্তাধারা ও বিশ্বাসকে জীবনের সকলক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন—সত্যাচরণ, প্রেম ও অহিংসা। তিনি মনে করতেন অহিংসা ও প্রেমের বন্ধনে সমগ্র মানুষকে আবদ্ধ করতে পারলে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। এটি ছিল তাঁর জীবনদর্শনের মূলকথা।

সমাজ দর্শন (Philosophy of Society) ঃ

গান্ধিজির জীবনদর্শনের উপর ভিত্তি করে তাঁর সমাজদর্শন গড়ে উঠেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জাতিকে সামগ্রিকভাবে উন্নত করতে হলে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। তিনি মনে করতেন প্রতিটি মানুষ যদি পারস্পরিক আন্তরিকতা বজায় রেখে পাশাপাশি বসবাস করে তবেই সমাজের উন্নতি ঘটবে। তিনি এমন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে প্রতিটি মানুষ তার নিজ নিজ বিকাশের জন্য সমান সুযোগ পাবে। এছাড়াও সামাজিক উন্নতির জন্য তিনি অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপনের কথা বলেছিলেন। সবশেষে সমাজজীবনের উন্নতির জন্য তিনি নাগরিকতা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, প্রত্যেক নাগরিককে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে করে সে সমাজে তার নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে। গান্ধিজির শিক্ষা-দর্শন তাঁর এই সমাজ দর্শন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

গান্ধিজির শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য (Gandhiji's Ideal Education and Aim of Education) :

গান্ধিজি শিক্ষাকে সত্যান্বেষণ এবং আত্মোপলব্ধির পন্থা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। শিক্ষা বলতে তিনি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত নৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সকল রকম সত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশকে বুঝিয়েছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে তার বিকাশ সাধন করা। এই লক্ষ্যকে তিনি শিক্ষার চরম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নাগরিকতা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং তিনি মনে করতেন শ্রমবিমুখ ভারতবাসীকে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা শ্রমের প্রতি মর্যাদা দিতে শেখাতে হবে। তাই তিনি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন এই ধরনের শিক্ষা চারিত্রিক দৃঢ়তা এনে দেবে এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ় করতে সাহায্য করবে। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

পাঠক্রম (Curriculum) :

গান্ধিজির মতে শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া দরকার। তিনি বলেছেন পাঠক্রমে এমন সব বিষয়কে নির্বাচন করতে হবে যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর সমাজ জীবনের সম্পর্ক আছে। ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়গুলি শিশুর সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ও উপস্থাপিত হবে। তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং মাতৃভাষাকে পাঠদানের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে হস্তশিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন হস্তশিল্পের মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্রামের আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে অন্যদিকে গ্রামের জীবনের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং শিক্ষার্থীদের কর্মের প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধা জন্মাবে। এছাড়াও সহযোগিতামূলক মনোভাব এবং দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে। গান্ধিজির পাঠক্রম সংক্রান্ত এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। গান্ধিজির প্রস্তাবিত পাঠক্রমটি হল—

- ☐ (i) মূল বিষয়—সুতা কাটা, তাঁত বোনা, কৃষিকাজ, কাগজের কাজ।
- ☐ (ii) মাতৃভাষা—পাঠ্যবিষয় এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চর্চা।
- ☐ (iii) গণিত—কেবলমাত্র ব্যাবহারিক গণিত।
- ☐ (iv) সমাজবিদ্যা—ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান।
- ☐ (v) সাধারণ জ্ঞান—বিজ্ঞানের সব শাখার প্রয়োজনীয় ও ব্যাবহারিক দিক সম্পর্কে ধারণা।
- ☐ (vi) ছবি আঁকা।

❐ (vii) সংগীত।

❐ (viii) বাধ্যতামূলক শরীর চর্চা।

গান্ধিজি বিশ্বাস করেন এই ধরনের পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন করা সম্ভব হবে এবং সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

গান্ধিজির শিক্ষণ পদ্ধতি (Gandhiji's Teaching Method) ঃ

গান্ধিজি তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিতে অনুবন্ধ প্রণালীকে প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান একটি মূল হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে শেখাতে হবে। তাঁর পদ্ধতি একদিকে যেমন সক্রিয়তা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে তিনি অনুবন্ধ প্রণালীকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সুতাকাটা একটি ক্রাফট্। এই ক্রাফট্ বা হস্তশিল্পের মধ্য দিয়ে এর প্রধান উপাদান 'তুলা' কোথায় উৎপন্ন হয়, কী পরিবেশে এবং কী জলবায়ু তুলা উৎপাদনে অনুকূল, তুলা কী প্রক্রিয়াকরণের মধ্য দিয়ে সুতা তৈরি হয়, সুতা তৈরির ইতিহাস কী প্রভৃতি শেখানোর মধ্য দিয়ে ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের উপর জ্ঞান সঞ্চালন করা যেতে পারে। অনুবন্ধ প্রণালীতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা এবং আগ্রহ বজায় থাকে। গান্ধিজির হস্তশিল্পভিত্তিক অনুবন্ধ শিক্ষাদান-পদ্ধতি আধুনিক মনোবিদ্যার যুক্তি দ্বারা সমর্থিত। তিনি আরও বলেছেন হস্তশিল্পটি কী হবে তা নির্ভর করবে স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা ভিত্তিক। তিনি বলেছেন, জ্ঞান মনের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অবস্থান করে। তাই মানুষের মন একটি মূল জ্ঞানকে ভিত্তি করে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এর জন্য তিনি হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান উপস্থাপন করার কথা বলেছেন। John Dewey-র Project পদ্ধতির সঙ্গে গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। Project পদ্ধতিতে বিশেষ একটি Project-এর মাধ্যমে যেমন প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহে সহায়তা করা হয়, তেমনি গান্ধিজির প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষাতেও একটি বিশেষ হস্তশিল্পের সাহায্যে অন্যান্য জ্ঞান সরবরাহ করা হয়।

গান্ধিজির শিক্ষক সম্পর্কিত ধারণা (Gandhiji's concept about Teacher) ঃ

শিক্ষাক্ষেত্রের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। এই ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন, "We must procure the best teachers for our children, whatever it may cost." অর্থাৎ যে মূল্যেই হোক না কেন, আমরা আমাদের শিশুদের জন্য উৎকৃষ্ট শিক্ষক সংগ্রহ করব। তিনি মনে করতেন, শিক্ষার্থীরা বই অপেক্ষা শিক্ষকের কাছ থেকে অনেক বেশি শিখবে। গান্ধিজি বিবেকানন্দের ন্যায় "Character building education"-এ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন সমস্ত জ্ঞানের শেষ কথা হল চরিত্র গঠন। গান্ধিজি বলেছেন—"The primary aim of all

education is or should be, the moulding of the character of pupils and a teacher who has a character to keep need not lose heart." সব রকমের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন। চরিত্রবান শিক্ষকের এক্ষেত্রে সমস্যা নেই। শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের উল্লেখযোগ্য প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "I have found that boys imbribe more from the teacher's own lives than they do from the books that they read to them." অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের জীবন থেকে যে অনুপ্রেরণা লাভ করে শিক্ষকের পাঠদানের বিষয় থেকে তা লাভ করে না। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব এবং আচরণ এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীর কাছে তিনি উদাহরণস্বরূপ হয়ে থাকেন।

গান্ধিজির ধর্মীয় শিক্ষা (Gandhiji's Education on Religion) ঃ

গান্ধিজি ধর্মীয় শিক্ষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "Life without religion is life without principle, and life without principle is like a ship without a rudder." অর্থাৎ ধর্ম ছাড়া জীবন আর নীতিহীন জীবন, রাডার ছাড়া জাহাজের ন্যায়। গান্ধিজি ধর্ম বলতে কোনো মত বা ধর্মীয় সংস্কারকে বোঝাননি। তিনি বলেছেন, "There is no religion higher than Truth and Righteousness." অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের উপর কোনো ধর্ম হতে পারে না। তিনি সমস্ত ধর্মের মূল নীতিগুলি শিক্ষার কথা বলেছেন। 1948-49 সালে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন এবং 1964-66 সালের 'কোঠারি কমিশন' ধর্ম সম্পর্কিত শিক্ষায় এই নীতিকে মেনে নিয়েছেন।

নারী শিক্ষা (Women Education) ঃ

গান্ধিজি ভারতবর্ষের নারীদের অবস্থানকে বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। বিশ্বের অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মতো তিনি মেয়েদের উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন কোনো জাতির অগ্রগতির জন্য মেয়েদের শিক্ষা অপরিহার্য। গান্ধিজি বলেছেন "Home life is entirely the sphere of women and, therefore, in domestic affair, in the upbringing and education of children, women ought to have more knowledge." অর্থাৎ গৃহস্থজীবন নারীর বিচরণক্ষেত্র। সুতরাং গৃহস্থজীবন, শিশুর শিক্ষণ এবং লালনপালন সম্পর্কে নারীদের অধিক জ্ঞান থাকাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, তিনি পরীক্ষামূলকভাবে সহশিক্ষার কথাও বলেছেন।

বয়স্ক শিক্ষা (Adult Education) ঃ

বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে গান্ধিজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। তিনি বুঝেছিলেন ভারতের আপামর জনসাধারণের শিক্ষা ব্যতীত দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য জনশিক্ষার প্রয়োজন। ভারতের শতকরা আশি ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। সুতরাং তাদের শিক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

তিনি বলেছেন, "I would have adult education, not as we ordinarily understand it, but the education of parents so that they can undertake adequately the moulding of their children." অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষা যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা আমি বলতে চাই না। আমি পিতা-মাতার এমন শিক্ষা চাই যার দ্বারা তাঁরা তাঁদের সন্তানদের মানুষ করতে পারেন। গান্ধিজির এই শিক্ষা-পরিকল্পনা মনোবৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর উপর জ্ঞানের বোঝা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা যা শেখে তা সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে হয়। তার পশ্চাৎ-এ কোনো আন্তরিক ইচ্ছা থাকে না। স্বতঃস্ফূর্ততা শিশুর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে তার আগে থেকেই তার মধ্যে বিভিন্ন কাজে পারদর্শিতা দেখা যায়। বিদ্যালয়ের কাজ হবে তার সৃজনশীল চিন্তাশক্তি এবং গঠনমূলক চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো।

গান্ধিজি মনে করতেন বুনিয়াদি শিক্ষা শিক্ষার্থীকে কাজে উদ্দীপ্ত করবে এবং তার ধৈর্য বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীর জীবনকে সঠিকভাবে শৃঙ্খলিত করবে এবং তাকে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করবে। এই ভাবে যে জ্ঞান শিক্ষার্থী আহরণ করবে তা জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবে।